খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ১৯শে জুন, ২০১৫ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাক্বওয়া যেন আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রথিত হয় আর খোদার ভালবাসা এবং খোদা প্রেম যেন আমাদের খাদ্য হয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয় আর আমরা যখন তাঁর দরবারে উপস্থিত হই তখন তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টিনামা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন এই রমজান যেন আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে এসবকিছুতে ধন্য করে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকে জুমুআর আশীষমন্ডিত দিন এবং রমজানের বরকতময় মাসের প্রথম রোযা। সুতরাং আজকের এই দিনটি অশেষ কল্যাণরাজি নিয়ে উদিত হয়েছে। জুমুআর দিন বরকতময় হওয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.) এক স্থায়ী সংবাদ দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে যাতে মু'মিন যে দোয়াই করে তা গৃহীত হয়। আর রমজান সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেছেন যে, যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয় আর দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়।

সুতরাং এই মাসে খোদার করুণারাজি বিশেষভাবে উথলিত হয় আর মু'মিনদের ওপর খোদার রহমত এবং কৃপাবারি বর্ষিত হয়। কিন্তু একই সাথে মহানবী (সা.) এসব কৃপারাজি আকর্ষণের জন্য বিশেষ কিছু শর্তের উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ এ দিনগুলোতে যেন বৃথা বাক্যালাপ না হয়, কোন হৈচৈ বা হট্টগোল যেন না হয়, কোন গালিগালাজ বা ঝগড়া বিবাদও যেন না হয়। প্রত্যেক গালির উত্তরে একজন রোযাদারের উত্তর এটিই হওয়া উচিত যে, আমি রোযা রেখেছি। আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এসব অনিষ্ট এড়িয়ে চলতে চাই। এমন অবস্থা হলেই প্রকৃত অর্থে রোযা গন্য হবে অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে ও খোদার নির্দেশ অনুসারে এ মাসে জীবন অতিবাহিত করে। রমজান মাসের গুরুত্ব কী? কাদের জন্য রোযা আবশ্যক? কীভাবে রোযা রাখা উচিত? রমজানের কী কী বিধি নিষেধ রয়েছে? এই বিষয়গুলোকে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রিহীত হওয়ার বিষয়ের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত করেছেন যে, তিনি বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [٢:١٨٦]

অর্থাৎ আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাদের বল যে, আমি তাদের নিকটে আছি। এক দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার দোয়া গ্রহণ করি বা দোয়া কবুল করি তাই দোয়াকারীরও উচিত হবে আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করা যেন তারা হিদায়াত পেতে পারে বা সঠিক পথের দিশা পায়। তিনি আরও বলেন যে, রমজান মাস এতই বরকতময় যে, এই দিনগুলোর ইবাদতের পর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন বল যে, আমি অতি নিকটে রয়েছি। أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ অর্থাৎ আহ্বানকারী বা দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার দোয়া গ্রহণ করি বা দোয়াকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দেই। সুতরাং রমজান মাসে যে জুমুআগুলো আসে তা দ্বিগুণ গুরুত্ববহ। এই সময়ে দিনও দোয়া গ্রিহীত হওয়ার দিন আর রাতও দোয়া কবুল হওয়ার রাত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমরা জান না যে, কোন মুহূর্তটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত তাই দিনও দোয়ায় অতিবাহিত কর এবং রাতও দোয়ায় অতিবাহিত কর। সুতরাং এই দিনগুলোকে যত বেশী সম্ভব কাজে লাগানো উচিত। একটি হলো সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে জান্নাতের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং বান্দার কাছে এসে গেছেন। আর দ্বিতীয়ত রমজানের জুমুআ থেকেও সমধিক ফায়দা বা কল্যাণ অর্জন করা উচিত। কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দোয়া যা এই সময়ে বা এই দিনগুলোতে করা উচিত তা হলো, পরম বিনয়ের সাথে বিশুদ্ধ বা খাঁটি হৃদয়ে খোদার কাছে মানুষের এই দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ্! শুধু রমজানেই নয় বরং বছরের অন্য সাধারণ সময়েও আমাকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত রাখ যাদের দোয়া রাতেও গ্রিহীত হয় আর দিনেও গ্রিহীত হয় যেন রমজান এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারী হয় ও তাক্বওয়ার ওপর পরিচালনাকারী হয় এবং আমি যেন স্থায়ী হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা প্রথম আয়াতে যেখানে রোযার আবশ্যকতার কথা বলেছেন অর্থাৎ আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তার পূর্বে এই বিষয়ের প্রথম আয়াত সেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, পূর্বের বিভিন্ন জাতির মত তোমাদের ওপরও রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এটি নয় যে, যেহেতু পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি রোযা রাখত তাই তোমরাও রোযা রাখ বরং এই আয়াতের অর্থ হলো তা যা আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে যে, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার আর আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক এবং নৈতিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক।

এরপর এখানে আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ যেন তারা রুশদ্ বা হিদায়াত পেতে পারে। রুশদ্ শব্দের অর্থ হলো সঠিক এবং সোজা রাস্তা, সঠিক কর্ম এবং সঠিক দিক নির্দেশনা প্রাপ্ত পথ, উন্নত চরিত্র, সাবালক বোধ বুদ্ধি ও মেধা ও সঠিক পথে এর ব্যবহার, আর এই অবস্থার ওপর স্থায়ী হওয়া এবং দৃঢ়তা লাভ করা। সুতরাং মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিশুদ্ধচিত্তে ঝুঁকে বা বিনত হয় তাহলে এর ফলে যেখানে সে দোয়া গ্রিহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রতক্ষ্য করে বা দেখে সেখানে তাক্বওয়া এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের বিশ্বাস ও ঈমানেও উত্তরোত্তর দৃঢ়তা লাভ করে। আর এভাবে সে খোদার কৃপারাজিতে সমৃদ্ধ হয়।

সুতরাং রমজান অশেষ কল্যাণের মাস। কিন্তু এসব কল্যাণরাজি তারাই লাভ করে যারা খোদা তা'লার অধিকার প্রদান করে এবং ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করে।

সুতরাং আমাদেরকে ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, পুণ্যের ওপর এবং তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। আর এতে করে ব্যক্তিগতভাবেও

এবং সমষ্টিগতভাবেও আমরা ইনশাআল্লাহ্ সেই ফল লাভ করব যা খোদা তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর আমি যেভাবে বলেছি, আমরা যদি বিনয় প্রদর্শন করি, নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করি আর খোদাকে পাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে খোদার ফযলে এবং খোদার কৃপায় এর ফল বা ফসলও আসবে। মানুষের মাঝে যদি ভুল ভ্রান্তিও থাকে, সে যদি পাপীও হয়ে থাকে এবং দোষ ত্রুটির শিকারও হয় তবুও যতদিন তার হৃদয়ে খোদা-ভীতি থাকবে, সে নিজের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করবে, তার অন্তরে তাক্বওয়া বিরাজ করবে ততদিন খোদা তা'লা তার পাপকে প্রকাশ পেতে দেন না এবং অবশেষে একদিন তিনি তাকে তওবা বা অনুশোচনার তৌফিক দান করেন। সুতরাং এ দিনগুলোতে সবচেয়ে বেশী নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং জামাতের সদস্যদের জন্য আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আমাদের সকলেই যেন আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়ায় ধন্য হয়। আমরা যদি পরস্পরের জন্য বেদনার সাথে দোয়া করি তাহলে ফিরিশতারাও আমাদের সাথে সেই দোয়ায় যোগ দিবে। আর রমজানের কল্যাণের প্রকৃত এবং স্থায়ী নিদর্শনও আমরা দেখতে পাব।

তাক্বওয়া কাকে বলে? তাক্বওয়া খোদা তা'লার ভয় এবং খোদা-ভীতির নাম। যতদিন আমাদের মাঝে খোদা-ভীতি এবং খোদার ভয় থাকবে ততদিন আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের দুর্বলতা এবং পাপ পঙ্কিলতাকে ঢেকে রাখবেন আর আমরা তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনির মাঝে নিরাপদ থাকব। সুতরাং এই মাসের কল্যাণে ভূষিত হওয়ার জন্য আমাদের সবার খোদার বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের অযোগ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা'লা সাময়িকভাবে আমাদের দোয়া গ্রহণ করতে বিলম্ব করলেও সেই স্নেহশীল মায়ের ন্যায় যিনি সন্তানের সংশোধনের খাতিরে ক্ষনিকের জন্য তার প্রতি অভিমান করেন ঠিকই কিন্তু কঠোরভাবে রুষ্ঠ হন না। আর সন্তান যখন মাতৃ ভালবাসার কারণে মায়ের দিকে ছুটে আসে তখন মা তাকে বুকে টেনে নেন। বরং অনেক সময় এর পূর্বেই বড় সন্তর্পনে সন্তানের প্রতি তাকান যে, সে কি করছে, আমার কাছে আসছে কিনা। তো বাচ্চা যখন মায়ের কাছে আসে তখন মায়ের রাগ উবে যায়। সুতরাং খোদা তা'লা যিনি মায়েদের চেয়েও বেশী ক্ষমাশীল তিনি এটি দেখেন যে, কখন আমার বান্দা তওবা করে আমার দিকে ফিরে আসবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বান্দার তওবায় এতটা আনন্দিত হন যতটা আনন্দ সেই ব্যক্তিও পায় না যে, মরুভূমিতে তার হারানো উট ফিরে পায়। সুতরাং রমজান মাসের উদ্দেশ্য হলো খোদার ভালবাসা হৃদয়ে লালন করে বান্দা যদি সারা বছরের ভুল ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও তওবা গ্রিহীত হওয়ার উদ্দেশ্যে খোদার কাছে আসে তাহলে খোদা তা'লা ছুটে এসে তাকে নিজের কোলে টেনে নেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ আমার নিকটতর হয় আমি এক গজ তার দিকে অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত আমার নিকটতর হয় আমি দুই হাত তার দিকে অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে যাই। সুতরাং এমন খোদা যিনি মায়েদের চেয়েও বেশী স্নেহশীল, যিনি তওবা গ্রহণ এবং বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন বিধান এবং ব্যবস্থা করে রেখেছেন বান্দা যদি সেগুলোকে কাজে না লাগায় তাহলে এটি বান্দারই দুর্ভাগ্য এবং তারই পাষন্ডতা। যদিও এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি খোদার ভালবাসার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোদার ভালবাসা এসব দৃষ্টান্তের বহু উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'লা যেই স্নেহ এবং ভালবাসার দৃষ্টিতে বান্দাদের প্রতি তাকিয়ে থাকেন তার চিত্র আমরা অঙ্কন করতেই পারি না। এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেয়া সত্ত্বেও, এসব দৃষ্টান্ত যদিও ভালবাসার

এক মহান ধারণা তুলে ধরে কিন্তবান্দাদের প্রতি খোদার ভালবাসা তোমাদের এই জাগতিক বিভিন্ন দৃষ্টান্তের বহু উর্ধ্বে আর এটিকে সত্যিকার অর্থে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। এই ভালবাসার আরও একটি দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করছি যা মহানবী (সা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন। বদরের যুদ্ধে শত্রুরা যখন পরাজিত হয়, যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে, কাফিরদের বড় বড় বীর যোদ্ধারা নিজেদের বাহনে বসে সেগুলোকে চাবুকাঘাত করে যত দ্রুত সম্ভব রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন এবং মুসলমানদের থেকে দূরে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল তখন রণক্ষেত্রে এক মহিলা ভয়-ভীতি ছাড়াই ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার ওপর এক উন্মাদনা ছেয়ে ছিল। কখনও কোন শিশুকে নিজের কোলে নিচ্ছিল আবার কখনওবা ভিন্ন কোন শিশুকে। মহানবী (সা.) যখন সেই মহিলাকে দেখেন তখন সাহাবাদের বলেন, এই মহিলার সন্তান হারিয়ে গিয়েছে। সে তার সন্তানের সন্ধান করছে। মায়ের ভালবাসা এতই প্রবল যে, তার আদৌ এই চিন্তা নেই যে, সে রণক্ষেত্রে রয়েছে আর এখানে সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ বিরাজ করছে। সেই মহিলা উন্মাদের মত ছুটছিল। যে বাচ্চাকেই দেখত বুকে টেনে নিত কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখার পর যখন বুঝতে পারত যে, এটি তার সন্তান নয় তখন তাকে রেখে সে সামনে এগিয়ে যায়। অবশেষে সে তার সন্তানকে খুঁজে পায়, তাকে বুকে টেনে নেয়, জড়িয়ে ধরে, আদর করে এবং সারা পৃথিবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে তাকে নিয়ে সেখানেই বসে যায়। তার এই চিন্তাও ছিল না যে, এটি রণক্ষেত্র আর এই ভাবনাও ছিল না যে, এখানে সর্বত্র লাশের ছড়াছড়ি। তার মাথায় এই ধারণাও জাগ্রত হলো না যে, এখনও যুদ্ধ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়নি এবং তারও ক্ষতি হতে পারে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি দেখেছ যে, এই মহিলা যখন নিজের হারানো সন্তান পেয়ে যায় তখন কত আন্তরিক প্রশান্তির সাথে বসে পড়ে। কিন্তু যখন সে নিজ সন্তানের সন্ধানে ছিল তখন কিভাবে উৎকণ্ঠা আর ব্যকুলতা প্রকাশ পাচ্ছিল আর সে ব্যকুল হয়ে ছুটছিল। এরপর তিনি (সা.) বলেন, বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার দৃষ্টান্তও এমনই বরং তিনি বান্দাদেরকে এর চেয়েও বেশী ভালবাসেন। বান্দা যখন স্বীয় পাপ পঙ্কিলতা আর ভুল-ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ্ তা'লাকে হারিয়ে বসে খোদা তা'লা এতে এতটা দুঃখ পান যতটা এই মহিলার সন্তান হারিয়ে যাওয়ার ফলে সে দুঃখ পেয়েছে। এরপর বান্দা যখন অনুশোচনার সাথে ফিরে আসে তখন এই মহিলা তার সন্তান পেয়ে যতটা আনন্দিত হয়েছে তিনি তার চেয়েও অধিক আনন্দিত হন। তো আমাদের খোদা সবসময় ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু শর্ত হলো আমরাও যেন প্রস্তুতি নিয়ে তাঁর ক্ষমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

সুতরাং যেখানে আমাদের খোদা এত প্রিয় খোদা তাই সেখানে আমাদের কত ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন? কতটা তাঁর দাসত্ব করা বা বান্দা হওয়ার প্রয়োজন? সুতরাং এই আশীষ মন্ডিত মাসে এই 'সাত্তারুল উয়ূব' এবং 'গাফ্ফারুয্ যুনূব' খোদার প্রতি ছুটে যাওয়া প্রয়োজন এবং তাঁর সামনে ঝুঁকা বা বিনত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। শয়তান প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে আমদেরকে স্বীয় লিপ্সার ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় রত কিন্তু এর মোকাবেলা এবং খোদার আশ্রয় লাভের সন্ধানে আমাদেরকে শয়তানের প্রতিটি আক্রমন থেকে বাঁচতে হবে এবং তাকে ব্যর্থ করতে হবে আর নিজেদেরকে খোদার প্রকৃত বান্দায় পরিণত করতে হবে। তাহলেই আমরা সত্যিকার অর্থে রমজান থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারব। আমরা কেবল আমাদের ব্যক্তিসত্তা বা নিকট আত্মীয় পর্যন্তই যেন আমাদের দোয়াকে সীমাবদ্ধ না রাখি বরং এটিকে বা এর গন্ডিকে অনেক বিস্তৃত করা উচিত। কেবল তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভূক্ত

হওয়ার সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে পালন করতে সক্ষম হব। কেবল তবেই আমরা খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সক্ষম হব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভূক্ত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর করেছেন। এই জামাতভূক্ত হয়েই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। আমি আহমদী হয়ে গেছি, বয়াত করেছি এটিই সবকিছু নয় বা যথেষ্ঠ নয় বরং আমাদের স্কন্ধে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড় দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। যেন আমরা জামাতের উন্নতির পথে সহায়ক এবং সাহায্যকারী হতে পারি। আমরা দূর্বল, আমরা অযোগ্য, আমরা আমাদের ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করি, অযোগ্যতার কথাও শিরোধার্য বা স্বীকার করি কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও আমরা সেই জাতি যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন। আর খোদার কৃপাধন্য হওয়া ছাড়া সেই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

তাই দোয়ার প্রতি আমাদের সমধিক দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আমরা দূর্বল, আমরা অক্ষম, কাজ অনেক বড়, শুধু আমাদের প্রচেষ্টায় এই কাজ সমাধা করতে পারে না। অবশ্য তোমার নির্দেশের অধীনে আমরা সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত কিন্তু তুমিও স্বীয় অনুগ্রহে সেই সুপ্ত মাধ্যমগুলো প্রকাশ কর এবং আমাদের সাহায্যের জন্য নিয়োজিত কর যা তুমি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছ যেন এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়ে যায়। বাস্তবতাও এটিই যে, আল্লাহ্ তা'লা আমদেরকে কেবল বাহ্যিক হাতিয়ার বা যন্ত্র বানিয়েছেন নতুবা প্রকৃত হাতিয়ার বা যন্ত্র যা পৃথিবীকে জয় করবে তা ভিন্ন কোন জিনিস বা ভিন্ন কোন বিষয়। কিন্তু এসব বিজয় লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে অবশ্যই এক গভীর বেদনা থাকা আবশ্যক আর সেই বেদনা দোয়া হয়ে আমাদের হৃদয় থেকে উদ্ভুত হওয়া উচিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি উদাহারণ দিয়েছেন যে, আমাদের দৃষ্টান্ত তেমনই যেভাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের দিন কঙ্কর উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ করা তোমার নিক্ষেপ করা ছিল না বরং সেটি খোদার কঙ্কর নিক্ষেপ করা ছিল। তোমার নিক্ষিপ্ত কঙ্কর কিছুদূর গিয়ে মাটিতে পড়ে যেত কিন্তু এটি তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আমরা নিক্ষেপ করেছি। এদিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য তিনি (সা.)-এর হাত গতিশীল হয় আর অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা ঝড়োবায়ু পরিচালিত করেছি আর এই কারণে সেই ঝড়োবায়ু কোটি কোটি বরং শত কোটি কঙ্কর উঠিয়ে কাফিরদের চোখে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আক্রমণে ব্যর্থ হয়। বস্তুত সেই মুষ্টিভর কঙ্করের পিছনে সত্যিকার শক্তি ছিল খোদা তা'লার কুদরত বা শক্তি। সুতরাং আমাদের অবস্থানও বদরের সেই কঙ্করের মতোই যা মহানবী (সা.) নিজ হাতের মুষ্টিতে নিয়ে কাফিরদের লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরেছিলেন বা নিক্ষেপ করেছিলেন। কাফিরদেরকে সেই কঙ্কর অন্ধ করেনি যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিক্ষেপ করেছিলেন বরং সেই কঙ্কর তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল যা আল্লাহ্ তা'লা ঝড়োবায়ুর মাধ্যমে নিক্ষেপ করেছিলেন।

সুতরাং এই দিনগুলোতে অনেক বেশী দোয়া করুন। নিজের জন্যও, পরস্পরের জন্যও, জামাতের উন্নতির জন্যও আর শত্রুর ব্যর্থতার জন্যও। খোদা তা'লার প্রতাপ এবং খোদার মহিমা প্রকাশের জন্যও দোয়া করুন। এই পৃথিবী খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাকে অস্বীকার করে চলেছে।

আল্লাহ্ তা'লা করুন তারা যেন খোদাকে সনাক্ত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভুল ভ্রান্তি এবং দুর্বলতা ক্ষমা করুন আর আমাদের মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি করুন যেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা ইসলামকে পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করতে পারব। আর আমাদের প্রত্যেকেই ইসলামের সত্যিকার সেবকে পরিণত হোক। জাগতিক কামনা বাসনা যেন আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। আমাদের হৃদয় যেন এই প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে যে, ধর্মের নামকে সমুন্নত করার জন্য আমরা আমাদের সকল শক্তি এবং সামর্থ্যকে কাজে রূপায়িত করব। খোদা আমাদের কর্ম এবং আমাদের সামর্থ্যকে এতটা দৃঢ় ও শক্তিশালী করুন যে, শত্রুর শক্তি, সামর্থ্য এবং দৃঢ়তা যেন আমাদের সামনে তুচ্ছ ও হেয় প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পাপ কেবল ক্ষমাই নয় বরং পাপের প্রতি আমাদের হৃদয়ে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করুন যে, আমরা যেন কখনও খোদার নির্দেশ লঙ্ঘনকারী না হই। আমরা যেন তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চল এবং ঈমানকে উৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাও। পুণ্য এবং কল্যাণের প্রতি যেন আমাদের হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তাক্বওয়া যেন আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রথিত হয় আর খোদার ভালবাসা এবং খোদা প্রেম যেন আমাদের খাদ্য হয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হয় আর আমরা যখন তাঁর দরবারে উপস্থিত হই তখন তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টিনামা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন এই রমজান যেন আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে এসবকিছুতে ধন্য করে। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (19th June 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B